জীবননগর সীমান্তে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নের হলরুমে সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জীবননগর-দামুড়হুদা সার্কেল এ এস পি আবু রাসেল ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম শুকুর প্রমুখ।

জীবননগরে মসজিদ কমিটিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া

জীবননগরে মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া পুলিশের বাধায় বন্ধ। অবশেষে ইউপি সদস্য আব্দুল মেম্বারসহ দুইজনের নামে জীবননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনাটি জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের মেদিনীপুর গ্রামে ঘটেছে।

অভিযোগকারী মেদনীপুর গ্রামের মৃত আজিজুল তরফদারের ছেলে ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি কাওসার আলী অভিযোগ করে বলেন, আমদের গ্রামের মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাদের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন ভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে ।

আমি গালি দিতে নিষেধ করলে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাকে মারধর করতে আসে এক পর্যায় বিষয়টি আমার ওর্য়াড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে বললে তারা আব্দুল মেম্বারের কাছে এসে ঘটনাটি জানতে চাই এ সময় আব্দুল মেম্বার তার দলবল নিয়ে আমাদের মারধর করার হুমকি প্রদান করে এ বিষয়ে আমি জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ।

সীমান্ত ইউপি সদস্য আব্দুলের সাথে কথা বলার জন্য চেষ্ঠা করা হলে ফোনটি বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মেদিনীপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়টি শোনা মাত্র আমি সেখানে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়েছি ।বর্তমানে এটি থমথামা অবস্থায় আছে ।

তবে এ বিষয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

গাংনীর মাথাভাঙ্গা নদীতে স্কুল ছাত্র নিখোঁজ

মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে স্কুল ছাত্র তামিম(১২)। রোববার দুপুরে সে খেলার সাথীদের নিয়ে গোসল করতে গেলে নিখোঁজ হয়। তামিমকে উদ্ধারে খুলনার ডুবুরীদলকে তলব করা হয়েছে।

তামিম গাংনীর কাজীপুর গ্রামের কাবের আলীর ছেলে ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, তামিম তার নানা বাড়ি পীরতলা গ্রামে বেড়াতে আসে। রোববার দুপুরে সাথীদের সাথে নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়।

পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। পরে খুলনার

ডুবুরী দলকে তলব করা হয়েছে।

মুজিবনগরে সরস্বতী খালে মাছ অবমুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে সরস্বতী খালে মাছ অবমুক্তকরণ ও খালের পাশ দিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাছ অবমুুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদ ইসলাম,

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আলমগীর হুসাইন, জহিরুল লিমিটেড ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম,পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস প্রমুখ।

এ সময় সরস্বতী খালে ২ মণ মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও খালের চারপাশ দিয়ে বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করা হয়।

চম্পা রানী চালিয়ে যাচ্ছে বাংলা মদের ব্যবসা

চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর মোড়ে কাঁচা মালের আড়ৎ পট্টিতে প্রতিদিন বিকাল হলেই চলে মদের মিলন মেলা।

জানাগেছে ভালাইপুর মোড়ে কাচা মালের আড়ৎ পট্টিতে চম্পা রানী ঝাড়ু দারের কাজ করে থাকে। এই সুযোগে প্রতিদিন বিকাল ৫ টার পর থেকে সন্ধার পর পযর্ন্ত ৫০ থেকে ৬০ লিটার মদ বিক্রি করে থাকে, প্রতিলিটার মদের দাম নিয়ে থাকে ৪০০ টাকা, চম্পা রানীর এই মদ খেতে ছুটে আসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ।এই মদ খেয়ে কেউ করছে পাগলামি কেউ করছে মাতলামি,আবার কেউ করছে মারামারি।

আর এই মদ ব্যবসায়ী চম্পা রানী-কে সহযোগীতা করছেন ভালাইপুর মোড়ের আড়তদার এলাকার কয়েকজন দালাল। এদিকে ভালাইপুর মোড়ের বেশ কয়েকজন দোকান দার বলেন শুধু চম্পা রানী ও কয়েকজন মানুষের কারণে ভালাইপুর মোড়ে মদের ছড়াছড়ি আর এই কারণে উঠতি বয়সের কিশোর থেকে শুরু করে বযস্করাও এই মদের নেশাই আসক্ত হয়ে পড়েছে।

মদ কিনতে আসা আলুকদিয়া মনিরাম পুরের পাখি ভ্যান চালক বিল্লা বলেন আমার এক বন্ধু হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বললো ভালাইপুর মোড়ে থেকে চম্পারানীর কাছ থেকে আড়াই লিটার মদ নিয়ে আই ‘ তাই এসচ্ছি, এদিকে গোপিনাথপুরের মদ কিনতে আসা জৈনেক ব্যক্তি বলেন আগে চুয়াডাঙ্গায় মদ খেতে যেতাম এখন ভালাইপুর মোড়ে চম্পা রানীর কাছে সহজেই মদ কিনতে পারি।

তিনি আরও বলেন ভালাইপুর মোড়ে মদ বিক্রির কারণে মানুষ মদের নেশাই আসক্ত বেশি হচ্ছে। যেমন এই মদ কেনার টাকা মেনেজ করতে কেউ বিক্রয় করে জমির বাঁশ কেউ বিক্রয় করে জমির গাছ আবার কেউ বিক্রয় করে জমি। এই ভাবে গ্রামের কিছু কিছু সহজ সরল মানুষ এখন নিঃস্ব পথে পথে ঘুরছে এই চম্পা রানীর মদ খেয়ে। সাংবাদিক দেখে চম্পা রানী দৌড় দেই, ১০ মিনিট পর ফিরে আসলে মদ বিক্রির কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন আমার মদ বিক্রির লাইসেন্স আছে আমার কেউ কিছু করতে পারবে না।

এদিকে ভালাইপুর মোড় বাজার কমিটির সভাপতি হাজী আমির হোসেনের বলেন মদ বিক্রির কারণে ভালাইপুর মোড়ের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, উঠতি বয়সের ছেলেরা মদে আসক্ত হচ্ছে, বেশ কয়েকবার পদক্ষেপ নিয়েছি



কিন্তু দুদিন পর আবার দেখি মদ বিক্রি হচ্ছে।

ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা শান্তি আরও বলেন আমরা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি ভালাইপুর মোড় থেকে মদ বিক্রি বন্ধ করতে পারিনি। তাই এই বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সরকারি খাল ইজারা দিলেন মাতবররা !

মুজিবনগরের সোনাপুর, নাজিরাকোনা, বল্লবপুর, ভবেরপাড়া, কেদারগঞ্জ ও মানিকনগর হয়ে ভৈরবে প্রবেশ করেছে সরস্বতী খাল। এর মধ্যে সোনাপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে ভারত পর্যন্ত প্রায় দুই কিলো মিটার।

উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকায় ওই অংশটুকু খনন করতে বাকি রয়েছে। আর সেই সুযোগে সরকারি ওই খাল গ্রামের কিছু মাতবর শাহিন আলম নামের এক ব্যক্তির কাছে অবৈধভাবে অলিখিত লিজ দিয়েছেন এক বছরের জন্য।

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে সরকারি খাল লিজ দেওয়ার কোন বৈধতা নেই। প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়েই এ লিজ দেওয়া হয়েছে।

সোনাপুর মাঝপাড়া নামক এক জায়গায় ঐ গ্রামের হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যাক্তির সাথে সরস্বতী খালের জমি নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন। এ কারনে খালের কিছু অংশ খনন করা স্থগিত করেছে উপজেলা প্রশাসন। মামলা চলা জমি খনন না করার ফলে খালের মাঝ বরাবর একটি বাধের সৃষ্টি হয়েছে। এতে পানি চলাচল করতে পারেনা। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সোনাপুর গ্রামের কিছু মাতবরের যোগসাজসে ঐ দুই কিলোমিটার খাল ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকায় অবৈধভাবে ইজারা দিয়েছে বলে জানা গেছে। সোনাপুর গ্রামের রমজান আলীর ছেলে শাহিন আলম স্থানীয় নেতাদের কাছে ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে খালটি দখলে রেখেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সরস্বতী খাল। পার্শ¦বর্তি দেশ ভারত থেকে বাংলাদেশের মুজিবনগর উপজেলায় প্রবেশ করেছে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম বেয়ে ভৈরবে পতিত হয়েছে। কালের বিবর্তনে নাব্যতা হারানো খালটি ২০১৯ সালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পুন:খনন এর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ৪ এপ্রিল জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পুন:খননের উদ্বোধন করেন। খালটি ৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যায়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার খনন করা হয়। এতে খালটি পুর্ণ যৌবন ফিরে পায়। বেড়ে যায় তার বয়ে চলার গতি।

শাহিন বিষয়টি স্বীকার করে জানান, আমি কিনেছি। টাকাটা গ্রামের মসজিদ উন্নয়নের কাজে ব্যাবহার হচ্ছে। সরকারি খাল কিভাবে কিনলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, গ্রামের মাতবরেরা আমাকে কেনার সাহস দিয়েছে। এছাড়াও মসজিদ কমিটির সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরস্বতী খাল বিক্রির বিষয়ে সরেজমিনে গেলে সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের আনারুল জানান, ইতিমধ্যে ৩ ব্যারেল মাছ ছাড়া হয়েছে। এটা সরকারিভাবে না ব্যাক্তিগত ভাবে মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন ব্যাক্তিগত ভাবে ছাড়া হয়েছে। এসময় আব্বাস আলী নামের এক কথিত নেতা সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয়। সেই সাথে খাল বিক্রির সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য সাংবাদিকদের হুমকি দেন।

সোনাপুর মাঝ পাড়া মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার ওমর আলী জানান, আমরা গ্রামের কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে খালটি বিক্রি করেছি। এই টাকা মসজিদ উন্নয়নের জন্য ব্যাবহার হচ্ছে।
সোনাপুর মাঝপাড়ার মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা নিয়াজ উদ্দিন জানান, সম্প্রতি মসজিদটি নির্মান বাবদ বেশ কিছু টাকা খরচ হয়েছে। প্রতিবছরই ঐ খাল থেকে গ্রামবাসী কিছু অর্থ উপার্জন করে। এ বছরও কিছু টাকার বিনিময়ে খাল একজনের দায়িত্বে দেওয়া হয়। যে টাকা গুলো মসজিদ ডেকোরেশন ও ইমাম সাহেবের বেতন বাবদ খরচ করা হচ্ছে।

তবে অবৈধভাবে উপার্জন করা অর্থ দিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা নিয়ে অনেকেই বিষয়টি বাকা চোখে দেখছে। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকেও বিষয়টি বেশ অসম্মানের বলছেন অনেকেই।
স্থানীয় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন জানান, এ বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গেলে তিনি আমাকে খোঁজ নিতে বলেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি বিষয়টি সত্য। এজন্য গ্রামের কিছু লোকজন বৈধ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমানি গনির কাছে যায়। কিন্তু স্যার এ বিষয়ে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিভাবে সরকারি খাল বিক্রি করলেন এমন প্রশ্ন করেন। তারপরি গ্রামের লোকজন ফিরে

আসে। এখন সে অবস্থাতেই আছে।

মুজিবনগরে নবনিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, খালের বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে সরকারি খাল কোনভাবেই গ্রামের লোকজন কাউকে ইজারা দিতে পারবে না। যদি কেউ টাকার বিনিময়ে সরকারি সম্মত্তি অবৈধভাবে ইজারা নেয় তবে এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এ বিষয়ে বলেন, সরস্বতি খালের বিষয়ে কিছু জমি নিয়ে হাই কোর্টে মামলা চলছে। আমরা বিষয়টি নিস্পত্তি করার জন্য চেষ্টা করছি। এছাড়াও ইজারার বিষয়টি আমরা দেখবো। ছোট খাটো যে সমস্যা গুলো আছে সেগুলো দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করবো।

মেপ্র/এমএফআর

সিনহা হত্যা: টেকনাফে তদন্ত কমিটির গণশুনানি আজ

কক্সবাজারে সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আজ রোববার ‘গণশুনানি’ করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটি।

সকাল ১০টায় টেকনাফ শামলাপুর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জের (সিআইসি) কার্যালয়ে এই গণশুনানি শুরু কথা রয়েছে। তবে টেকনাফে বৈরী আবহাওয়ার কারণে গণশুনানির সময় পেছাতে পারে বলে জানা গেছে।

শুনানিতে প্রত্যক্ষদর্শীরা উপস্থিত থাকবেন। এ বিষয়ে গত বুধবার কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মেজর (অব.) সিনহা রাশেদ খানের নিহতের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির সদস্য মোহাম্মদ শাজাহান আলি স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের বাহারছড়া

ইউনিয়নের শামলাপুর এলাকায় চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান।

এ ঘটনায় মেজর সিনহার বোনের করা মামলায় পরিদর্শক লিয়াকত আলীকে প্রধান আসামি এবং ২ নম্বর আসামি করা হয় টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশকে।

তারা ছাড়াও সাত জনকে এজহারভুক্ত আসামি করা হয়েছে। আলোচিত এই মামলায় অন্য আসামিরা হলো, এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিত, কনস্টেবল সাফানুর করিম, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, এএসআই লিটন মিয়া, এএসআই টুটুল ও কনস্টেবল মোহাম্মদ মোস্তফা।

এ মামলার চার আসামি ও পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষীসহ সাতজন র্যাব হেফাজতে ৭ দিনের রিমান্ডে রয়েছে।

প্রধান আসামি পরিদর্শক লিয়াকত আলী এবং ২ নম্বর আসামি টেকনাফ থানার বহিষ্কৃত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ও এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিত জেলা কারাগারে রয়েছে।

এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ গত ২ আগস্ট চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে আহ্বায়ক করে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

এই কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে ঘটনার কারণ ও উৎস অনুসন্ধান করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে মতামত দেবে।

মন্ত্রণালয় প্রথমে সাত কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা থাকলেও অতিরিক্ত আরও সাত কর্মদিবস সময় বাড়ানো হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

ঝুলে আছে ৭ সহস্রাধিক শিক্ষকের নিয়োগ

সারা দেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিরাজ করছে শিক্ষক সংকট। বিশেষ করে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে তা চরম আকার ধারণ করেছে। ২০১৯ সালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সংকট দূর করতে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় সাত সহস্রাধিক উত্তীর্ণ হলেও নানা জটিলতায় ঝুলে আছে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া। নেয়া হচ্ছে না মৌখিক পরীক্ষা। ফলে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এ নিয়োগপ্রার্থীরা।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০ নভেম্বর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) জানিয়েছে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বশেষ শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল ২০১১ সালে।

এরপর থেকে বিসিএসের নন-ক্যাডার থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল। তবে বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে স্কুলগুলোর জন্য বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছিল না। তাছাড়া, বিসিএসের নন-ক্যাডার থেকে যারা শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়ে আসেন, তাদের বেশিরভাগই পরে অন্য চাকরিতে চলে যান। এতে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট থেকেই যায়।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের প্রার্থীরা জানান, তারা ৭ হাজার ১৬১ জন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও অনেকেই বিভিন্ন পদে এরই মধ্যে চাকরি পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি জুলাই পর্যন্ত পিএসসির অধীন অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বা অপেক্ষায় আছেন। এ সময়ের মধ্যে ৩৭তম বিসিএসের নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১ হাজার ৩৬৫ জন নিয়োগ পেয়েছেন।

৩৮তম বিসিএসে ২ হাজার ২০৪ জন নিয়োগ পেয়েছেন। এ ছাড়াও ৪ জানুয়ারি ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এ নিয়োগ থেকে অপেক্ষমাণ তালিকা করার দাবি জানিয়েছেন

প্রার্থীরা। তারা জানান, যে শিক্ষক সংকট চলছে, তাতে শূন্য পদের অপেক্ষমাণ তালিকা করা জরুরি। সরকারি নিয়োগে অপেক্ষমাণ তালিকা থাকলে কোনো পদ শূন্য থাকবে না। প্রার্থীরা আরও জানান, ১ হাজার ৩৭৮টি পদের বিপরীতে তারা পাস করেছেন ৭ হাজার ১৬১ জন। পরে পদ বাড়িয়ে ১ হাজার ৯৯৯টি করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) বরিশাল আঞ্চলিক পরিচালক অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বরিশাল বিভাগের ২২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ভয়াবহ। স্থায়ী প্রধান শিক্ষক আছেন মাত্র দুটিতে। তিনি মাউশিকে পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন, স্কুলগুলোতে গড়ে ৩৮ ভাগ শিক্ষক নেই। তবে বরিশাল নগরীর দুটি স্কুল বাদ দিলে এ পার্সেন্টিজ দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ।

তিনি জানান, চলতি সপ্তাহে মাউশির পরিচালককে (মাধ্যমিক) এ বিষয়ে লিখিত তথ্য দিয়েছেন। দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ এবং পদোন্নতি বন্ধ থাকায় এ জট সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যন্ত এলাকা বিশেষ করে ভোলার দৌলতখান, পিরোজপুরের কাউখালী এবং বরগুনার বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই খারাপ।

বরগুনা সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আজহারুল হক জানান, ৫২ জন শিক্ষক পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র ১৫ জন। মাত্র ১৫ জন শিক্ষক দুই শিফটে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীকে পাঠদান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বরগুনা সরকারি বালক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাহমুদ চৌধুরী জানান, তার প্রতিষ্ঠানে ৫১ শিক্ষক পদের বিপরীতে আছে ২২ জন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক বেলাল হোসেন বলেন, এ নিয়োগ কার্যক্রমটি পিএসসি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে পরীক্ষা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ফলও প্রকাশ করা হয়েছে। মৌখিকের জন্য ডাকা হবে এমন সময় করোনায় আসায় তা হয়নি। তবে খুব শিগগিরই তা অনুষ্ঠিত হবে। তবে এ বিষয়ে পিএসসি সচিব আছিয়া খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র- যুগান্তর

এবার মক্কা-মদিনার মসজিদ পরিচালনা কমিটিতে ১০ নারী

নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এবার পবিত্র দুই মসজিদ মক্কা ও মদিনার পরিচালনা কমিটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ১০ জন নারীকে নিয়োগ দিল সৌদি আরব সরকার।

মক্কা-মদিনার মসজিদ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ শনিবার এক বিবৃতি এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়। খবর আরব নিউজের।

পরিচালনা কমিটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ১০ নারী নিয়োগের ব্যাপারে বিবৃতিতে বলা হয়েছে- “গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বস্থানে নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে।”

সৌদি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম এসপিএতে বলা হয়েছে, পবিত্র দুই মসজিদের কার্যক্রমে কমিটিতে নিয়োগ পাওয়া নারীদের অংশগ্রহণ থাকবে। সেসব কার্যক্রম নির্দেশিকা প্রণয়ন, নির্দেশ, প্রকৌশলী, প্রশাসনিক বা তদারকি পরিষেবা যাই হোক না কেন।

পবিত্র কাবা শরীফের কিং আব্দুল আজিজ কমপ্লেক্সের উপ-প্রধান আব্দুল হামিদ আল-মালিকি বলেন, গ্র্যান্ড মসজিদে আসা মানুষদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী। তাই কমিটিতে নারী নেতৃত্ব থাকলে আরও ভালো মানের সেবা নিশ্চিত করা যাবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান-কে কোথায় এগিয়ে, কোথায় পিছিয়ে?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভাগ হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সেই দেশভাগেরও ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই দেশভাগের ৭ দশক পর এই তিনটি দেশ কেমন আছে? রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এই তিন দেশ?

সেই পরিসংখ্যান নিয়েই এবারের আয়োজন। এই পরিসংখ্যানে প্রমাণ হয়, পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় সবক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের থেকেও এগিয়ে। যদিও বাকি দুই দেশের চেয়ে অনেক পরে স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ।

মাথাপিছু জিডিপি: তিন দেশের মধ্যে মাথাপিছু জিডিপিতে শীর্ষে ভারত। তাদের জিপিপি ২১৬৯ ইউএস ডলার। এরপরই আছে বাংলাদেশ (১২৮৭.৮) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১১৮৫.৫)।

জিডিপি: এখানেও শীর্ষে আছে ভারত। তাদের জিডিপি ২.৯। এরপর আছে বাংলাদেশ (২০৯.৯৭) এবং পাকিস্তান (২৫৬.৭৩)।

গ্রস সেভিংস জিডিপি: এক্ষেত্রে শীর্ষ দেশটির নাম বাংলাদেশ (৩৩.৩%)। এরপর আছে ভারত (৩১.১%) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১৯.৩%)।

ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ : সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ এবং সুবিধার দিকে দিয়ে এই তিন দেশের মধ্যে শীর্ষে আছে ভারত। ১০০ মার্কের মাঝে তারা পেয়েছে ৭১.১। এরপর আছে পাকিস্তান (৬১.০) এবং এক্ষেত্রে সবার পেছনে পড়ে গেছে বাংলাদেশ (৪৫.১)।

দারিদ্রসীমার নিচে থাকা নাগরিক: এক্ষেত্রে তিন দেশের পরিস্থিতিতে খুব একটা বড় পার্থক্য নেই। তিন দেশেই অসংখ্য মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। যার মাঝে ভারতের ২১.৯%, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের সমান ২৪.৩% মানুষ আছেন।

শিশুমৃত্যুর হার: এক্ষেত্রে বাকি দুই দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভালো। ভারতে যেখানে প্রতি ১০০০ জনে ২৯.৯ এবং

পাকিস্তানে ৫৭.২ জন শিশু মারা যায়, সেখানে বাংলাদেশ এই শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছে ২২.১ জনে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ : ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শীর্ষে। রেটিং ৪.১। ভারতের ৫.৭ এবং খুব খারাপ অবস্থায় থাকা পাকিস্তানের রেটিং ৯.৭।

প্রাথমিক শিক্ষা: শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে রীতিমতো ছক্কা মেরে দিয়েছে বাংলাদেশ (১১৬.৫%)। এরপর আছে ভারত (১১২.৯%) এবং পাকিস্তান (৯৪.৩%)।

শিক্ষার হার: এক্ষেত্রে শীর্ষে আছে ভারত। সেখানে শিক্ষার হার ৭৪.৪%। সামান্য পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের শিক্ষার ৭৩.৯%। সবার শেষে থাকা পাকিস্তানের শিক্ষার হার ৫৯.১৩%।

জন্মহার : এই তিনটি দেশই জনবহুল এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। জন্মহার নিয়ন্ত্রণে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে বাংলাদেশ (২.০)। দ্বিতীয় স্থানে আছে ভারত (২.২) এবং তৃতীয় স্থানে পাকিস্তান (৩.৫)।

গড় আয়ু: এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শিরোপা অর্জন করেছে। এদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৩ বছর। ভারতে ৬৯.৪ এবং পাকিস্তানে ৬৭.১ বছর।

বায়ু দূষণ: বায়ু দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ভারতে (৯০.৯)। শীতের মৌসুমে দেশটির রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি শহর ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ (৬০.৯)। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থা বাকি দুই দেশের চেয়ে ভালো (৫৮.৩)।

বিদ্যুৎতায়ন: বেশি সংখ্যক মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসায় সবচেয়ে এগিয়ে ভারত (৯৫.২%)। দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ (৮৫.২) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (৭১.১)।

সামরিক ব্যয় : শীর্ষে আছে বাংলাদেশ (১.৪%)। দ্বিতীয় স্থানে ভারত (২.৪%) এবং পাকিস্তান ৪.০%। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া